বিপর্যস্ত সংলাপ

শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু

ভূমিকা এই শ্রুতিনাটকটি প্রথম ১৯৮৯ সালে জেলা পরিষদ সভামঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। শ্রুতিনাটকের যে প্রচলিত ফর্ম আছে তার সঙ্গে এর তেমন মিল নেই। আবহ ও নাটকীয়তা -- দুটোই অনুপস্থিত। কিছু ব্যক্তিমানুষের সৎ ও আত্মগত উচচারণ এই নাটকটির অবলম্বন। ভালোলাগা মন্দলাগার ব্যাপারটাও ব্যক্তিগত।
মঞ্চে ৬জন বসবেন। একজন মঞ্চের অন্তরালে। তার ভূমিকা সূত্রধরের অথবা বিবেকের। যন্ত্রানুষংগ বাঁশি অথবা খালি গলায় গান। ২০০২ সালে নাটকের সামান্য পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

ছগান আড়াল থেকে -- 'এ পরবাসে বল রবে কে? (খালি গলায়)
বিদিশা-- পতি পদক্ষেপেই তোমাকে হাজার রকমের কৈফিয়ৎ দিতে হবে। মানুষগুলো এত অবিবেচক। লক্ষণের গন্ডি কেটে রেখেছে। অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত জীবন। আমার ভালো লাগে না --- একদম ভালো লাগে না।
কণ্ঠস্বর-- তুমি তো ইচ্ছা করলেই গন্ডি কেটে বেরিয়ে আসতে পারো বিদিশা, আসছ না কেন? ভয়ে?
বিদিশা-- তুমি ভুল করছ, ভয় আমি পাই না --- আমি স্বভাবে ভীতু নই।
কণ্ঠস্বর-- অথচ তুমি পালিয়ে যেতে চাইছ -- কোথা থেকে কোথায় পালাতে চাইছ বিদিশা?
বিদিশা-- আমার ভালো লাগে না -- তোমাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে না।
কণ্ঠস্বর-- আমাদের মানে? এই আমরা কারা?
বিদিশা-- তোমারা মানে তোমরা -- যারা আমার চারিদিকে আমাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে।
কণ্ঠস্বর-- আমি তো একক কণ্ঠস্বর। বহুবচনের গৌরব তোমার আরোপিত।
বিদিশা-- তোমার কণ্ঠস্বরে আমি অনেকের প্রতিধবনি শুনতে পাচ্ছি।
কণ্ঠস্বর-- বাঃ। তুমি তো বেশ কল্পনা করে নিতে পারো বিদিশা। সবাই শুনছে একটি কণ্ঠস্বর -- আমার ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর।
বিদিশা-- আ! কেন আমাকে বিরক্ত করছ? আমাকে একা থাকতে দাও।
কণ্ঠস্বর-- তুমি তো একাই -- একা নও বিদিশা? প্রত্যেক মানুষই একা।
বিদিশা-- সেই অনাদি কাল থেকেই আমি একা থাকতে চেয়েছি।
কণ্ঠস্বর-- কিন্তু কেন? তোমার দুঃখ কিসের বিদিশা?
বিদিশা-- আগেই বলেছি তোমাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগে না।
কণ্ঠস্বর-- আবার বহুবচন? বেশ, কিন্তু তোমার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হওয়া গেল না। তুমি বুঝিয়ে বল কেন একা থাকতে চাও।
বিদিশা-- তোমাদের কি সন্তুষ্ট করতেই হবে? আমি তোমাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দেব না।
কণ্ঠস্বর-- তুমি কি নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছ, বিদিশা?
বিদিশা-- নিজের কাছ থেকে পালানো যায় না -- সে তোমরা জানো।
কণ্ঠস্বর-- জানি বলেই তো বলছি -- তুমি আমাদের সঙ্গে মিশে যাও --জনতার কোলাহলে মেতে ওঠ --একা হয়ে যেও না।
বিদিশা-- স্বীকার করলে তোমরা বহুবচন? এতক্ষণ বড় বাজে বকছিলে।
কণ্ঠস্বর-- তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম।
বিদিশা-- তোমাদের কোনো অধিকার নেই আমাকে পরীক্ষা করার। তোমরা কি কাউকে শান্তিতে থাকতে দেবে না? তা ছ

াড়া তোমরা কে? কে তোমরা?
কণ্ঠস্বর-- আমরা সমাজ। আমাদের আমাদের অবিলার-আছে বৈকি-সমূহলে তুমি অস্বীকার করবে - এত স্পর্ধা তোমার?
বিদিশা-- আমি তোমাদের সমাজকে মানি না -- মানতে চাই না।
কণ্ঠস্বর-- আমরা তোমার আপনজন -- মা-বাবা-ভাই-বন্ধু-
বিদিশা-- আমার কোনও আপনজন নাই -- মা নেই- বাবা নেই-- বন্ধু নেই-- আমি একা-- একেবারে একা।
কণ্ঠস্বর-- তা কি করে হয়-তুমি কি স্বয়ম্ভু-? একমাত্র ঈশ্বরই স্বয়ম্ভু।
বিদিশা-- তোমাদের ঈশ্বরকে আমি মানি না- তোমাদের ঈশ্বর পুষের সৃষ্টি।
কণ্ঠস্বর-- এখানে নারী পুষের প্রশ্ন উঠছে কেন? আমি ব্যক্তি বিদিশার সঙ্গে কথা বলছি।
বিদিশা-- বিদিশাদের ব্যক্তি হিসাবে মেনেছ কখনও? --চুপ করে আছ কেন? জবাব দাও।তোমাদেরপ্রশ্ন বন্ধহয়েগেলকেন? যুক্তি ও বাস্তবতার মুখোমুখি হলেই তোমরা চুপ করে যাও কেন? সমাজ, ধর্ম, শাস্ত্র - সবই তো তোমাদের পক্ষে -বলো - কত কিছুই তো তোমাদের বলার আছে -- বলে যাও--
কণ্ঠস্বর-- আমি ভাবছি- এ প্ন তুমি পেলে কোথা থেকে?
বিদিশা-- এবার কি তুমি আমার মৃত্যু দাবী করবে? চিরকাল পৃথিবীর সব দেশেই পুষেরা যা করে এসেছে? যাজ্ঞবল্ক যেমন গার্গীকে বলেছিলেন, আর প্রশ্ন কোর না গার্গী তাহলে তোমার মুন্ডু খসিয়া যাইবে?
জ্বজয়ন্তর প্রবেশ ৰ
জয়ন্ত-- তুই এখানে বিদিশা? আমি তোকে কত খুঁজছি। তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস? কার মুন্ডু খসে যাবে?
কণ্ঠস্বর-- বিদিশা আমার সঙ্গে কথা বলছে।
জয়ন্ত-- তুমি কে? আড়াল থেকেই বা কথা বলছ কেন?
কণ্ঠস্বর-- সে প্রশ্নের জবাব পরে খোঁজা যাবে। এখন তোমরা মুখোমুখি কথা বল। বিদিশা এখন আর একা নয়। মুখোমুখি কথা বলা ভালো , তাতে একাকীত্ব দূর হয় --
জয়ন্ত-- আশর্চ্য তো! আড়াল থেকে কথা বলছে আর তুই উত্তর দিয়ে চলেছিস ওকে? তুই চিনিস ওকে?
বিদিশা-- আমি চিনতে চাই না-- কাউকে চিনতে চাই না
জয়ন্ত-- তুই কি রেগে আছিস বিদিশা? এমন ভাবে বিরক্ত হয়ে কথা বলছিস কেন? তোর কি মন খারাপ?
বিদিশা-- হ্যাঁ হ্যাঁ আমি রেগে আছি। আবার সেই এক ঝাঁক প্রশ্ন। তোরা কি প্রশ্ন ছাড়া থাকতে পারিস না? উঃ! অসহ্য?
জয়ন্ত-- মনে হচ্ছে তুই সত্যিই রেগে আছিস। হয়তো কোনো কারণে তোর মন ভালো নেই--
বিদিশা-- দয়া করে চুপ করবি?--প্লীজ -- আমাকে একটু একা থাকতে দে।
কণ্ঠস্বর-- কবিতাকে চটিয়ে দিলে তো জয়ন্ত? দেখলেই তো ও এখন ভালো নেই--
জয়ন্ত-- আমি তো ওকে কোনো খারাপ কথা বলি নি। শুধু জানতে চেয়েছিলাম ও কেন ভালো নেই--
কণ্ঠস্বর-- তুমি কি জানো কেন মানুষের মন খারাপ হয়?
জয়ন্ত-- নানা কারণে মানুষের মন খারাপ হতে পারে --
কণ্ঠস্বর-- আবার অকারণেও হতে পারে। জীবনানন্দের সেই লাইনটা তোমার মনে আছে? পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ-- এখন বিদিশাকে ঐ অসুখে পেয়েছে --
জয়ন্ত-- কিন্তু অ-সুখই তো জীবনের শেষ কথা নয়। মানুষতো অসুখ থেকে উত্তরিত হতে চায়--
কণ্ঠস্বর-- মানুষ কি চায় তা তুমি জানো? বিদিশার কথাই ধর। তুমি জয়ন্ত -তুমি ওর দাদা-- বন্ধু -- তুমি কি ওর মনের খবর জানো, কেউ কি কারো মনের খবর জানে? তোমার সঙ্গে ওর কম্যুনিকেশন হয়?
জয়ন্ত-- কমিউনিকেশনের সমস্যা তো মিটিয়ে ফেলা যায়। মানুষ বন্ধু হতে চায়--- কথা বলতে চায়--
কণ্ঠস্বর-- হয়তো চায়-হয়তো চায় না-- আমি জানি না। বিদিশাকে নিয়ে তুমি এখন কি করবে জয়ন্ত? কিভাবে কোন শব্দে উচচারণ করে ওর সঙ্গে কমিউনিকেট করবে?
জয়ন্ত-- তুমি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছ,-- তুমি কে বলতো?

(একটা আবৃত্তি শোনা যাবে ----
কোটি কোটি ছোটো ছোটো মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে
হাসে খেলে মৃত্যু চারিপাশে
এ ধরণী মরণের পথ
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ ।
যতটুকু বর্তমান, তারেই কি বলো প্রাণ?
সে তো শুধু পলক, নিমেষ ---
অতীতের মৃতভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার
না জানি, কোথায় তার শেষ ।
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে গেছি
মরিতেছি গলে গলে
জীবন্ত মরণ মোরা মরণের ঘরে থাকি
জানিনে মরণ কারে বলে ।
জয়ন্ত-- এমন বিষাদ মাখানো কবিতা কেন? আমার ভালো লাগছে না --
কণ্ঠস্বর-- বিষাদই তো জীবনের অভিনয়জুরে পনে আছে জয়ন্ত। তাকে তুমি অতিক্রম করবে কি করে?
জয়ন্ত-- আমি তোমার কথা মানি না। বিষন্নতা জীবনের শেষ কথা নয়। বিদিশা কি বিষন্নতায় ভুগছে? আমি যাই-- বিদিশার খবর নিই ।
জ্বসুনন্দা এল ৰ

কণ্ঠস্বর-- তোমরা কি মিছিল করে আসছ সুনন্দা? জয়ন্ত বিদিশাকে খুঁজছে, ও বিদিশার জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করছে -- তুমি যাবে না সুনন্দা?
সুনন্দা-- আমি কোথায় যাব? তা ছাড়া জয়ন্ত কেন বিদিশাকে খুঁজছে আমি তা কি জানি?
কণ্ঠস্বর-- তুমি এত নিস্পৃহ কেন সুনন্দা? প্রিয়জনের জন্য তোমার চিন্তা হয় না?
সুনন্দা-- নিস্পৃহতা ছাড়া বাঁচা যায় না। প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচার জন্য এক ধরনের দার্শনিক নিস্পৃহতা প্রয়োজন।
কণ্ঠস্বর-- তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো সুনন্দা? তুমি ক্যামু পড়েছ? সেই লোকটার কথা মনে আছে? -- আউটসাইডারের নায়ক -- যার জীবনে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না?
সুনন্দা-- আউটসাইডারের নায়কের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? তা ছাড়া হঠাৎ এ প্রসঙ্গই বা আসছে কেন?
কণ্ঠস্বর-- তোমাকে খুব নিস্পৃহ লাগছে। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। অবশ্য এ যদি তোমার ফাসাদ্ হয় তাহলে অন্য কথা।
সুনন্দা-- আজকের সময় প্রতিটি মানুষকেই নানারকম মুখোশ পড়তে হয়-- ফাসাদের প্রয়োজন আছে-
কণ্ঠস্বর-- তোমার সেই সিচুয়েশানটা মনে পড়ে সুনন্দা, যেখানে নায়ক-মাকে সেইমাত্র কবর দিয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটছে একা একা?
সুনন্দা-- এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কোথায়? এমন তো হতেই পারে। মানুষ কি মৃত্যুতেই আটকে থাকবে?
কণ্ঠস্বর-- তোমার জীবনে এমন ঘটেছিল কখনও?
সুনন্দা-- আমি তোমাকে এরকম ঘটনার অনেক উদাহরণ দিতে পারি। আমার এক বন্ধু বাবাকে দাহ করে এসে হাসিমুখে গিয়েছিল।
কণ্ঠস্বর-- আউটসাইডারের নায়ক ঐ দিন সাঁতার কাটার পর বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। রাত্রে তারা একসঙ্গে
ছিল। কি মরবিড্ ব্যাপার, তাই না? মানুষ এরকম পারে? তুমি পারো সুনন্দা?

সুনন্দা-- আমার অত মনের জোর নেই। তুমি বড় ব্যক্তিগত প্রশ্ন তুলছ।
কণ্ঠস্বর-- তোমার জানতে ইচ্ছে করে না -- বিদিশা কেন একা হয়ে যাচ্ছে?
সুনন্দা-- না, ইচ্ছে করে না। আমি বিদিশাকে বুঝতে পারি। আমারও নিজের সঙ্গে একা থাকতে ভালো লাগে।
কণ্ঠস্বর-- নির্জনতা বিলাস! তোমাদের মনে হচ্ছে অনেক সময় আছে।
সুনন্দা-- ভীড়ের মধ্যেও মানুষ আসলে একা। প্রত্যেক মানুষেরই একান্ত নিজস্ব কিছু সময় চাই।
কণ্ঠস্বর-- ঐ দেখ, তোমার বন্ধুরা আসছে।ওরা তোমার মত নির্জনতা বিলাসী নয়,--ওরা কলরব করে তুমুল বাঁচতে চায়।
জ্বনিপম, রাণা এবং পার্থর প্রবেশ ৰ

পার্থ-- না, না, আমি তোমাদের সঙ্গে একমত নই নিপম। আমি অশান্তি চাই না রক্তপাত চাই না--- আমি স্টেটাস কো-র পক্ষে।
নিপম-- আমিও তো স্টেটাস কো-র পক্ষে পার্থ। একটা জায়গায় একটা মন্দির আছে, একটা মসজিদ আছে। এতে কার কি ক্ষতি? কেউ কাউকে ডিস্টার্ব না করলেই হলো। যার খুশি পূজো কক, যার খুশি নামাজ পড়ুক।
পার্থ-- এটা স্টেটাস-কো হলো? তুমি তো পার্মানেট ঝগড়ার ব্যবস্থা করতে চাইছ। ওখানে মন্দির ছিল না আগে। তা ছাড়া রাম যে ওখানেই জন্মেছিলেন তার কোনো প্রমাণ আছে?
নিপম-- প্রশ্নটা রামের জন্ম নিয়ে নয়। বেশীরভাগ লোক একটা ভাবাবেগে উত্তেজিত হয়ে আছে। রাম এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। যুক্তি দিয়ে এর মীমাংসা হবে না। আমার প্রশ্ন পাশাপাশি মন্দির ও মসজিদ থাকতে পারবে না কেন?
রাণা-- আমার একটা প্রস্তাব আছে নিপম। ওখানে একটা হাসপাতাল তৈরী করা হোক, কিম্বা একটা জাতীয় স্মৃতিসৌধ-- স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছিলেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। আমরা কেন এ দাবী করছি না?
পার্থ-- রাণা, ইয়ার্কি কোর না। চিরটাকাল তুমি যতসব আজগুবি চিন্তাভাবনা আঁকড়ে ধরে থাকো। মন্দির, মসজিদ ভেঙ্গে তুমি হাসপাতাল বানাতে চাইছ, জাতীয় স্মৃতিসৌধ বানাতে চাইছ, লোকে তোমাকে পাগল বলবে।
রাণা-- তোমাদের কাছে আমার কথা আজগুবি মনে হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় এছাড়া কোনো সমাধান নেই। অন্য কিছু করতে গেলেই বিচ্ছিন্নতা বাড়বে। রক্তপাত ঘটবে।
নিপম-- কেন যে ধর্ম নিয়ে এত মাতামাতি করে আমি বুঝতে পারি না। অধিকাংশ লোকই ব্যক্তিগত জীবনধারণের ধর্মের বিপরীত পথে হাঁটে। মন্দির-মসজিদ নিয়ে এই বিতর্ক অর্থহীন। ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।
পার্থ-- তুমি যাকে অর্থহীন বলছ নিপম-- কোটি কোটি মানুষের কাছে তা জীবন মরণের প্রশ্ন। দেখছ না সারা দেশ জুড়ে কি ঘটছে? সেই জন্যই তো আমি স্টেটাস কো-র পক্ষে। তুমি ইচ্ছে করলেই তোমার ব্যক্তিগত মত সমষ্টির উপর চাপিয়ে দিতে পার না।
রাণা-- বেশ তোমার কথাই মেনে নেওয়া গেল পার্থ। স্টেটাস কো অর্থাৎ স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চাইছ। কিন্তু কিসের স্থিতাবস্থা? কখন থেকে স্থিতাবস্থা? একদল বলছে ওখানে আগে মন্দির ছিল পরে তা ভেঙ্গে মসজিদ হয়েছে। আর একদল ঠিক উল্টো কথা বলছে। তুমি কার কথা মানবে? কখন থেকে স্থিতাবস্থা?
পার্থ-- ইতিহাসবিদ ও পুরাতাত্ত্বিকরা যা বলবেন আমি তাই মেনে নেব। সকলেরই তা মেনে নেওয়া উচিত।
নিপম-- কোন ইতিহাসবিদের সাক্ষ্য তুমি মানবে পার্থ? সবাই কি একমত হবেন? পন্ডিতরা কি একমত হন কোনো বিষয়ে?
রাণা-- আরো একটা গুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে আমার। আর্য আগমনের আগেও তো এদেশে মানুষের বসবাস ছিল? তাদের ধর্মবিশ্বাস কি ছিল? আজ যে জায়গায় মন্দির ও মসজিদ নিয়ে তুমুল উত্তেজনা চলছে-- সেখানে হয়তো একটা চমৎকার অশথ গাছ ছিল। এদেশের আদি অধিবাসীরা সেই গাছটাকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। সেই মানুষরা এসে যদি আজ প্রশ্ন করে আমাদের, সেই গাছ ফিরিয়ে দাও-- হঠাত এই মন্দির মসজিদ - আমরা কি উত্তর দেব তাদের কাছে?
সুনন্দা-- আমরা কোনো উত্তর দেব না। কেননা এ উত্তর কেউ আমাদের কাছে চাইবে না। ইতিহাস পরাজিতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না -- সে সবসময় বিজয়ীর পক্ষে।
পার্থ-- তুমি? তুমি এতক্ষণ এখানেই ছিলে? সাড়া দাও নি কেন? আমাদের আলোচনা কি তোমাদের স্পর্শ করে না?

সুনন্দা-- না করে না। তোমরা উত্তেজিত হয়ে আছ। তাছাড়া তোমাদের ঐ মন্দির-মসজিদ নিয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই।

নিপম-- সারা দেশের মানুষ আজ ধর্ম নিয়ে, মন্দির-মসজিদ নিয়ে দাঙ্গা নিয়ে উত্তেজিত হয়ে আছে , মেতে আছে। এই তুমুল কোলাহল তোমাকে স্পর্শ করে না, সুনন্দা?

সুনন্দা-- না-- করে না নিপম। সত্যিই এসব বিষয় আমাকে স্পর্শ করে না। আরো অনেক গুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যা আমাকে স্পর্শ করে-- আমাকে ভাবায়।

রাণা-- একটু প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে বলবে সুনন্দা --- তোমার সব কথা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

সুনন্দা-- সূর্যের উত্তাপ কমে যাচ্ছে -- ওজোন স্তর ফুটো হয়ে অতিবেগুনী রতিে আমরা আত্রান্ত হচ্ছি।পৃথিবী ত্রমেই শীতল হচ্ছে। মানুষের হৃদয়বত্তা শীতলতর হচ্ছে। আমার এসব নিয়ে চিন্তা হয় রাণা। হিমশীতল পৃথিবীতে আমরা বাঁচব কি করে?

পার্থ-- এ যে একেবারে আধুনিক গদ্য-কবিতার লাইন সুনন্দা। তুমি কি আজকাল কবিতা লিখছ?

সুনন্দা-- আমি রূঢ় বাস্তবতার কথা বলছি পার্থ। বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আজ থেকে দশ লক্ষ বছর পরে পৃথিবীতে বরফযুগ ফিরে আসবে।

নিপম-- দশলক্ষ বছর পরে? সে তো অনেক সময়? আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার কি?

সুনন্দা-- মানুষের বয়সও তো লক্ষ লক্ষ বছর হয়ে গেল নিপম। আমরা তো বেঁচে আছি নিপম। দশলক্ষ বছর পরে পৃথিবীতে মানুষ থাকবে না --- ভাবতে পারো নিপম?

রাণা-- তখন মন্দির-মসজিদ নিয়েও আর বিতর্ক হবে না। তোমার আইডিয়াটা আমার ভালো লাগছে সুনন্দা।

সুনন্দা-- তুষার যুগ এসে গেছে রাণা। হৃদয়ের অভ্যন্তরে তার পদধবনি শুনতে পাচছ না রাণা? দেখছ না মানুষ কেমন বিষন্ন ও একা হয়ে গেছে?

ত্মকণ্ঠস্বর-- আদিতে আকাশ ছিল না; গ্রহ নক্ষত্ররা ছিল না। ঋিচরাচরব্যপী এক বিরাট শূন্যতা ছিল। মানুষ একদিন এই অনিঃশেষ শূন্যতায় বিলীন হয়ে যাবে। তুমি আমি কেউ থাকব না সেদিন। পৃথিবীর সব নদী-সমুদ্র জমাট বরফ হয়ে যাবে। এসো আমরা অন্য কোনো গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা করি। অনেকদিন বসবাস হ'ল এই পৃথিবীতে। এসো আমরা পালিয়ে যাই-- বরফযুগ আসছে শীতলতার নিঃশব্দ পদাচারণার কাঁপন শুনতে পাচছনা তোমরা? পালাও-- এই বেলা পালাও-- পালিয়ে যাও ৰ

পার্থ-- কে, কে কথা বলছে? কে তুমি?

নিপম-- কোথায় পালাব? কেন পালাব? এই পৃথিবীটা শীতল হচ্ছে, বরফযুগ আসছে, এসব কথার মানে কি?

সুনন্দা-- পালিয়ে যাবার কথা বলছ কেন তোমরা? তোমাদের কথা আমি বুঝতে পারছি না।

রাণা-- তুমি শুনতে পাচছনা সুনন্দা। আমাদের পালিয়ে যেতে বলছে কেউ। বলছে বরফ যুগ আসছে--মানুষ ত্রমেই শীতল হয়ে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে-- তোমার কথারই প্রতিধবনি শুনতে পাচ্ছি।

সুনন্দা-- কথাটাতো মিথ্যে নয় রাণা। আমাদের হৃদয়ের উষ্ণতা কমে যাচ্ছে। কেউ কারো কথা শুনতে পারছি না। শুনতে চাইছিও না।

পার্থ-- এসব তত্ত্বকথা আমার ভালো লাগছে না। তুমিই সব গোলমাল করে দিলে সুনন্দা--

নিপম-- পার্থর সঙ্গে তর্কটা বেশ জমে উঠেছিল। আমরাতো বেশ উত্তেজিত হয়েছিলাম মন্দির-মসজিদ নিয়ে-জীবনের কোলাহল নিয়ে।

রাণা-- খুব বেশী তত্ত্ব জীবনের কাজে লাগে না। দশ লক্ষ বছর পরে পৃথিবীটা শীতল হবে কি উষ্ণ হবে ও নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর দায় আমাদের নয়।

পার্থ-- আমি বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকতে চাই। কেউ আগামীকাল দেখেনি।

সুনন্দা-- কিন্তু তোমরা বিদিশাকে দেখেছ? মন্দির-মসজিদ নিয়ে বিতর্কের চেয়ে বিদিশা আমাদের কাছে গুত্বপূর্ণ। ও আমাদের বন্ধু।

রাণা-- বিদিশার কি হয়েছে সুনন্দা? তুমি অমনভাবে কথা বলছ কেন?
সুনন্দা-- বিদিশা একা হয়ে যাচ্ছে--ওকে ফেরানো দরকার
পার্থ, নিপম, রাণা-- আমরা বিদিশাকে একা হয়ে যেতে দেব না। বিদিশা তুমি কোথায়? সাড়া দাও বিদিশা।
কণ্ঠস্বর-- সবাইকে এমনভাবে ভয় পাইয়ে দিলে কেন সুনন্দা? ওরা বেশ মন্দির-মসজিদ নিয়ে ব্যস্ত ছিল।
সুনন্দা-- ওরা ভয় পেয়েই আছে। এই ব্যস্ততা আসলে ভুলে থাকার চেষ্টা।
কণ্ঠস্বর-- তুমি বড় অদ্ভুত কথা বল সুনন্দা। সত্যিই তুমি বিশ্বাস কর যে তুষার যুগ আসছে?
সুনন্দা-- এটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। এটা বাস্তবতা। দেখছ না মানুষ কেমন নিঃসঙ্গ শীতল হয়ে পড়েছে?
কণ্ঠস্বর-- তোমার হৃদয়েও উষ্ণতা নেই সুনন্দা?
সুনন্দা-- আমি জানি না। আমার কিছু ভালো লাগে না।
কণ্ঠস্বর-- আমরা ক্যামুর উপন্যাসের নায়ককে নিয়ে কথা বলছিলাম। ও কেন ওর বান্ধবীর মনে আঘাত দিল?
সুনন্দা-- সত্য - যা কিছু তা আমাদের আবৃত করে। ও মেয়েটার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে চায় নি।
কণ্ঠস্বর-- ভালোবাসাটা কি প্রবঞ্চনা? ও মেয়েটাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু ভালোবাসে কিনা বলে নি।
সুনন্দা-- ভালোবাসা বিয়ে করার মত সহজ কাজ নয়। ও মিথ্যে বলে নি। বলেছিল ও জানে না-- ও ভালোবাসে কিনা।
কণ্ঠস্বর-- আচ্ছা ও কেন সেই লোকটাকে খুন করল সুনন্দা?
সুনন্দা-- ওর হাতে ধরা ছুরিটায় রোদ পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছিল। সেই আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মুহূর্তে ওর মাথার ভিতরে সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। হাতে ধরা রিভলবারটা গর্জ্জে ওঠে। পরিস্থিতি ওর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। ও খুন করতে ঠিক চায় নি।
কণ্ঠস্বর-- লোকটার প্রতি তোমার প্রচন্ড সহানুভূতি রয়েছে মনে হচ্ছে।
সুনন্দা-- আমি লোকটার মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছি মাত্র। ও যদি খুন করত তাহলে স্ব-ইচ্ছায় ধরা দিত না। মানুষটা একমাত্রিক নয়।
কণ্ঠস্বর-- তুমি বলে যাও সুনন্দা, আমি শুনছি। তোমার ব্যাখ্যাটা বড় অদ্ভুত। একটা মানুষের জীবন শেষ হয়ে গেল-অথচ তোমার সহানুভূতি জীবিত মানুষটির প্রতি।
সুনন্দা-- মৃতের কোনো সহানুভূতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিদিশা এখনও আসছে না কেন?
কণ্ঠস্বর-- এই তুমি বলেছিলে বিদিশার জন্য তোমার কোনো মাথাব্যাথা নেই?
সুনন্দা-- বিদিশা যদি কিছু করে বসে? একা মানুষকে আমার ভয় করে -- ধরো যদি আত্মহত্যা করে বসে?
কণ্ঠস্বর-- তুমিও তো একা। তুমি আত্মহত্যা করতে পারো?
সুনন্দা-- তুমি বড় বাজে বক। আমি কেন আত্মহত্যা করতে যাব? আমি স্ব-ইচ্ছায় জন্মাই নি, স্ব-ইচ্ছায় মরতেও চাই না।
কণ্ঠস্বর-- আমরা আউটসাইডারের নায়ককে কিন্তু পুলিশের হেপাজতে রেখে এসেছি --
সুনন্দা-- ওর ফাঁসি হবে। কিন্তু আমার মতে এ অন্যায় বিচার।
কণ্ঠস্বর-- তুমি বিচারক হলে কি করতে? লোকটাকে ছেড়ে দিতে?
সুনন্দা-- বড় অবান্তর কথা বলছ তুমি। সব জায়গায় নিজেকে প্রতিস্থাপন করে দেখা যায় না। আমি লোকটার সমগ্র জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী, তার জীবনের অভিশাপ বোঝার চেষ্টা করছি।
কণ্ঠস্বর-- এবং তার বিমূঢ় বিপন্নতা!
সুনন্দা-- এবং তার বিমূঢ় বিপন্নতা!
কণ্ঠস্বর-- শেষ দৃশ্যটা তোমার মনে পড়ে সুনন্দা? লোকটির বান্ধবী সেইমাত্র সজল নয়নে শেষ বিদায় জানিয়ে চলে গেল, সন্ধে হয়ে এসেছে, কাছেই সমুদ্রে জাহাজের ভোঁ শোনা যাচ্ছে --
সুনন্দা-- লোকটা ভাবছে মানুষের বুঝি মৃত্যু নেই।এক বন্দর থেকে বন্দরের উদ্দেশে ক্রমাগত শুধু ভেসে চলা। এক জীবনের থেকে অন্য কোনো জীবনের দিকে শুধুই হেঁটে চলা।
কণ্ঠস্বর-- তোমারও কি ঐ রকম মনে হয়? চরম দুঃখ ও মৃত্যুকে কি মানুষ ফিলসফাইজ করে?

সুনন্দা-- আমি মৃত্যু নিয়ে অত ভাবিনা। তুমি বারবার কেন এইসব মরবিড প্রসঙ্গ টেনে আনছ?
কণ্ঠস্বর-- ক্যামুর নায়ক কিন্তু আমাদের চেনা। শুধু সে মুখোস পরে নেই। তা ছাড়া তুমি বিদিশা সম্পর্কে খুব চিন্তিত।
সুনন্দা-- আমি বিদিশা সম্পর্কে একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছিলাম। একাকী মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে। আমার ভয় সেখানে। আউটসাইডারের নায়কও বড় নিঃসঙ্গ ছিল।
কণ্ঠস্বর-- ঐ দেখো, বিদিশা আসছে। তুমি ওর সঙ্গে কথা বল।
সুনন্দা-- তুমি এত একা হয়ে যাচ্ছ কেন বিদিশা? তোমার জন্য আমাদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।
বিদিশা-- সবাই আমাকে নিয়ে এত উতলা হয়েছ কেন বলোতো? আমার কিছু ভালো লাগছে না, তাই একা থাকতে চাই এটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়?
জয়ন্ত-- তোর একাকীত্ব যে আমাদেরও স্পর্শ করে বিদিশা। আমরা উতলা সেই কারণে।
সুনন্দা-- এই বেঁচে থাকা, শুধুই বেঁচে থাকা-- এই অনুভূতিটাই কি সুন্দর নয় বিদিশা? কেন এমন নির্জন হয়ে যাচ্ছ?
বিদিশা-- তোমাদের এই বাক্যবিন্যাস বন্ধ করবে দয়া করে? আমার ভালো লাগছে না।
জয়ন্ত-- কেন তোর ভালো লাগছে না বিদিশা?
বিদিশা-- আমি জানি না -
জয়ন্ত-- তোর কি মন খারাপ?
বিদিশা-- মন ভালো থাকা কাকে বলে আমি জানি না।
জয়ন্ত-- কিসের অ-সুখ তোর?
বিদিশা-- সুখ কাকে বলে আমি জানি না--
জয়ন্ত-- ধর, এমন হতে পারে যে এই বেঁচেবর্ত্তে থাকার জটিলতা এই সময়ের উদ্দেশ্যহীনতা তোকে ক্লান্ত করছে--
বিদিশা-- উঃ! অসহ্য! তোদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমি ক্লান্ত। কেন -কেন তোদের সব প্রশ্নের উত্তর পেতেই হবে? আমাকে একটু একা থাকতে দে-- আমি খুব ক্লান্ত।
কণ্ঠস্বর-- সেইখানে ক্লান্তি তবু
ক্লান্তি,-- ক্লান্তি,
কেন ক্লান্তি -- তা ভেবে বিস্ময়;
সেইখানে মৃত্যু তবু;
এই শুধু
এই-
চাঁদ আসে একলাটি
নক্ষত্ররা দল বেঁধে আসে
দিগন্তের সমুদ্রের থেকে হাওয়া প্রথম আবেগে
এসে তবু অস্ত যায়
উদয়ের ভোরে ফিরে আসে
আপামর মানুষের হৃদয়ের অগোচর
রক্ত হেডলাইনের -- রক্তের উপরে আকাশে
এছাড়া পাখির কোনো সুর --
বসন্তের অন্যকোনো সাড়া নেই।
জয়ন্ত-- বিদিশা, তুই উচ্চকিত উচ্চারণ শুনিস না। আয় আমরা জীবনের উৎসবে মেতে উঠি। একাকীত্ব ও মৃত্যু জীবনের শেষ কথা নয়।
বিদিশা-- আমার মাঝে মাঝে খুব কাঁদতে ইচ্ছে করে জয়ন্ত। গভীর এক বিপন্নতা বোধ আমাকে তাড়া করে ফিরছে।
সুনন্দা-- আমরা জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারাব না বিদিশা। বিপন্নতাই জীবনের শেষ কথা নয়, হতে পারে না। আউটসাইড

ারের নায়ক বিপন্নতার উর্দ্ধে উঠতে চেয়েছিল। তুমি পারবে না বিদিশা?

বিদিশা-- তুমি আমি -আমরা সবাইতো এক একজন আউটসাইডার সুনন্দা। আমাদের কোনো স্বদেশ নেই। কোনো স্বজননেই । আমি ভয় পাচ্ছি সুনন্দা।

কণ্ঠস্বর-- লক্ষ্য করে দেখ সুনন্দা চারদিকে সবকিছু ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। বিশ্বাস, ভালোবাসা, মমতা, মূল্যবোধ, সহানুভূতি-সব ভেঙ্গে যাচ্ছে। নদীতে প্রবল বান এসেছে, পাড় ভেঙ্গে পড়ছে, কোথায়- কোথায় বাঁধ দেবে তোমরা। পারবে-পারবে সুনন্দা?

জয়ন্ত-- তুমি আমাদের দুর্বল করে তুলো না। তোমার অবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে চাই না। আমরা পারব বাঁধ দিতে, নিশ্চয়ই পারব। বিদিশা তুই পারবি না? বল তুই পারবি?

বিদিশা-- আমি ক্রমেই চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছি জয়ন্ত। আমি যে সাঁতার জানি না।

জয়ন্ত-- বিশ্বাসের খড়কুটো যা পাস তাই আঁকড়ে ধর বিদিশা। শক্তহাতে আঁকড়ে ধর। তুই পারবি পাড়ে উঠতে, নিশ্চয়ই পারবি-পারতেই হবে।

কণ্ঠস্বর-- মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছ তোমরা। বিদিশা পারবে না। ওকে ভেসে যেতে দাও।

জয়ন্ত-- না, আমরা বিদিশাকে ভেসে যেতে দেব না, কাউকে ডুবে যেতে দেব না।

জ্বপার্থ, নিপম, রাণা ফিরে এসেছে ৰ

পার্থ-- না, এভাবে সবাইকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেওয়া যায় না। সবাই মিলে এর একটা প্রতিকার চাই-প্রতিকার করতেই হবে।

জয়ন্ত-- কিভাবে এই লড়াইটা করবে পার্থ? সবাই যে একা হয়ে যাচ্ছে চারদিকে এত হানাহানি, এত সমস্যা--

পার্থ-- একা হয়ে যাওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। আজ কীর একা হতে চাইছে, নাগাল্যান্ডএকা হতে চাইছে, গুজরাট ভিন্নপথে হাঁটতে চাইছে-হিন্দু, মুসলমান সবাই একা হয়ে যেতে চাইছে , বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে। সবাই যদি একা হয়ে যায় দেশটা বাঁচবে কাকে নিয়ে?

জয়ন্ত-- আমি বিদিশার কথা বলছি পার্থ। দেশের কথা নয়। বিদিশা খুব বিপন্ন বোধ করছে।

নিপম-- তোমাদের মত লোকদের নিয়ে বড় ঝামেলা। সবসময়ই দার্শনিক প্রশ্ন তোমাদের বিব্রত করে। কেন সহজ-সরল বিষয় দিয়ে তোমরা ভাবতে পার না? এই যেমন রাজনীতি , সিনেমা , মন্দির-মসজিদ?

সুনন্দা-- নিজেকে নিয়ে এই বেঁচে থাকা নিয়ে ব্যক্তিগত জীবন-যাপন নিয়ে তোমারকোনো চিন্তা হয় না নিপম?

নিপম-- কি লাভ ব্যক্তিগত প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করে? আমার ফিলসফি হচ্ছে জীবন যে ভাবে তোমরা সামনে হাজির হচ্ছে তাকে সেইভাবে গ্রহণ করা।

রাণা-- অর্থাৎ পরিস্থিতির সঙ্গে সমঝোতা করে তুমি বেঁচে থাকতে চাও। তোমার কোনো নিজস্ব বক্তব্য নেই-প্রতিবাদ নেই?

নিপম-- যদি বলি , নেই। তোমার আপত্তি আছে? এইতো দেশজুড়ে প্রতিদিন অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের রক্তপাত ঘটে চলেছে, তোমরা প্রতিবাদ করছ শুনছে কেউ?

সুনন্দা-- তোমার প্রশ্নটা হয়তো ঠিক নিপম। কেউ শুনছে না বলে প্রতিবাদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবে পরিস্থিতির দাসত্ব করা আর বেঁচে থাকা এক জিনিস নয়। ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ সব প্রতিবাদ সফল হয় নি। কিন্তু বিবেকী মানুষ মুখ বুজে সব কিছু মেনে নেয়নি।

নিপম-- জগৎ সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখ সবকিছু পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে দিব্যি টিকে আছে।

সুনন্দা-- কিন্তু মানুষতো বস্তু, অস্তিত্ব নয় নিপম। তার কনসাসনেস আছে।

রাণা-- এই এতখানি চেতনা নিয়ে আমরা কি করব সুনন্দা? ব্যক্তিচেতনা যত বাড়ছে মানুষ নির্জনতর হয়ে পড়ছে এই গোলোকধাঁধা থেকে বেরোনোর পথ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না সুনন্দা।

নিপম-- ব্যষ্টির ক থা সমষ্টি শুনছে না। সে তার বক্তব্য তোমার আমার উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। প্রয়োজনে জোর করেই। সমঝোতা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই আমাদের।

কণ্ঠস্বর-- সেই সক্রেটিসের যুগ থেকেই ব্যক্তি মানুষ বিপন্ন। ব্যতিক্রমী কণ্ঠস্বরের গলা টিপে ধরেছে সমষ্টি।
পার্থ-- তোমরা বড় জটিল বিষয়ের অবতারণা করেছ। এর পর আত্মা-পরমাত্মা-ইহলোক নিয়ে আলোচনা হবে বলে মনে হচ্ছে।
বিদিশা-- মানুষ মূলতঃ বিচ্ছিন্ন ও একাকী। সে ক্রমশঃই মৃত্যুচেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হয়। এক ধরনের শূন্যতার দিকেই অগ্রসর হয়- এই তার নিয়তি।
জয়ন্ত-- তুই নিজেও কি জীবনের অর্থহীনতার বোধে আক্রান্ত বিদিশা? আমাদের চারপাশে এই যে তুমুল জীবনের উৎসব, এ সবের মধ্যে তুই কি মনে আরাম পাস না?
বিদিশা-- না, না আমার অসহ্য লাগে। জোর করে সংযুক্ত হতে আমি পারি না।
রাণা-- অর্থাৎ যা সহজ নয়- স্বাভাবিক নয়। তুমি চেষ্টা করে তা হতে রাজী নও। তুমি নিজেও বিচ্ছিন্ন থাকতে চাও কেননা তোমার স্বাভাবিকতা এই দিকেই--
সুনন্দা-- বিদিশাকে কেন বারবার আমরা বিরক্ত করছি রাণা? ও যদি কিছুক্ষণ একা থাকতে চায় তাতে কার কি ক্ষতি?
জয়ন্ত-- এভাবে সবাই যদি একা থাকতে চায়, বিচ্ছিন্ন হতে চায় তাহলে কি নিয়ে কার সঙ্গে বাঁচব সুনন্দা? আমরা কি পরস্পরকে আর একটু ওম দিয়ে জড়াতে পারি না? পারি না কি যুক্তবদ্ধভাবে বাঁচতে অভ্যাস করতে?
সুনন্দা-- বোধ হয় পারি না। তুমি বন্ধুত্বের কথা বলেছ, সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছ। এ সবই ভালো ভালো কথা। কিন্তু মানুষ যখন এই জীবনের যথার্থতা নিয়ে ভাবিত হয়, তার কাছে এসব কথা যূথবদ্ধতার কথা--অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে হয়।
রাণা-- তুমি কি মানবীয় সম্পর্কের উষ্ণতায় বিশ্বাসী নও বিদিশা?
বিদিশা-- মানবীয় সম্পর্ক অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে রাণা। এই ধরো জয়ন্ত আমার জন্য উতলা হয়েছে কারণ ও আমার দাদা-আমার বন্ধু। তাতে কি এসে গেল? আমরা বছরের পর বছর এক বাড়ীতে বসবাস করি--একটা কাজচলা ছকেবাঁধা অভ্যস্ত সম্পর্কও আছে। কিন্তু কেউ কাউকে চিনিনা, কেউ কারো মনের খবর রাখি না।
সুনন্দা-- আমাদের অনেকগুলি মুখোস আছে,রঙ-বেরঙের । যখন যেটা খুশি পড়ে নিচ্ছি-খুলে ফেলছি। লোকে বুঝতে পারছে না কোনটা আসল, মুখটা না মুখোসটা?
রাণা-- আর মুখোসটাকেই যদি সত্যি বলে মনে করি তাহলে কোন মুখোসটা সত্যি--তাই না সুনন্দা?
সুনন্দা--Exactly.এই বহুরূপীর ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।
পার্থ-- তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে কোনো নাটকের সংলাপ। শুধু নাটক নয় বেশ জটিল ও দুর্বোধ্য নাটক-রেনোয়ার ছবির মত, ব্রুফোর ছবির মত।
জয়ন্ত-- জীবন আর নাটকের সীমারেখা কোথায় টানবে পার্থ? জীবনের সংলাপ নাটকের সংলাপের থেকেও জটিল। বিদিশা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের উপমা ব্যবহার করেছে। আমরা যা আসলে নই-তা হতে চাই।
নিপম-- ক্রমেই আমরা এক জটিল গোলোকধাঁধার মধ্যে ঢুকে পড়ছি। অন্ধকারে পরস্পরকে ছুঁতে চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। এসো আমরা একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করি।
সুনন্দা-- অর্থাৎ ইঁট, কাঠ, পাথর হয়ে যাস।
রাণা-- নদী, ঝরণা এবং আকাশের মত হয়ে যাই।
পার্ত-- সমাজসত্ত্বার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই এসো। রাজনীতি, সিনেমা, গান, আড্ডা এসব নিয়ে তুমুল মেতে থাকি।
বিদিশা-- বেঁচে থাকা বলতে কি বোঝায় পার্থ? পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্পর্কের সেতু ভেঙ্গে যাচ্ছে চারদিকে-খুব দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই সর্বগ্রাসী ভাঙ্গনের মধ্যে কোথায় দাঁড়াবে তুমি?
সুনন্দা-- আউটসাইডারের মা একটা বৃদ্ধনিবাসে থাকতেন। সেখানে জীবনসায়াহ্নে এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বেঁচে থাকার জন্য বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা খুব জরী।
বিদিশা-- এই ব্যস্ত সময়ে মানুষের ভালোবাসারও অবসর নেই। ভালোবাসা এখন বিকিকিনির সামগ্রী। আমি চাইনা এমন ভালোবাসা।
রাণা-- তুমি সিনিকের মত কথা বলছ বিদিশা। ভালোবাসা ছাড়া, মমত্ব ছাড়া মানুষ বাঁচবে না। আমি বিশ্বাস করিনা

সবকিছু মভূমি হয়ে গেছে।
জয়ন্ত-- এই সময়টাই বড় অদ্ভুত রাণা। দেখছ না চারিদিকে একটার পর একটা দূর্গের পতন হচ্ছে, কান পেতে শুনলে এই পতনের শব্দ তুমি ধরতে পারবে। ধর্ম, মতবাদ এবং মূল্যবোধের সুমহান পিরামিডগুলি ধুলিসাৎ হয়ে পড়ছে। এই প্রবল ভাঙনের ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে যাচ্ছে সবকিছু ভালোবাসা, মমতা এবং বন্ধুত্বের সেতুবন্ধ।
সুনন্দা-- চেনা মুখগুলি অচেনা হয়ে যাচ্ছে। যার যার নিজস্ব জগতে একক, নিঃসঙ্গ বিপন্ন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি আমরা।
রাণা-- এই জগতে অন্যের প্রবেশাধিকার নেই। নিজস্ব সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাকী বসবাস।
পার্থ-- দয়া করে তোমরা বন্ধ করবে এই বিপর্যস্ত সংলাপ? কিছু সহজ সরল শব্দ নির্বাচন করতে পার না তোমরা? তোমাদের এই বকবকানি ভালো লাগছে না আমার।
কণ্ঠস্বর-- তুমি খুব চমৎকার বলেছ পার্থ। বিপর্যস্ত সংলাপ। বা! চমৎকার। বিপর্যস্ত জীবনের সংলাপতো সুবিন্যস্ত হতে পারে না পার্থ। পারে কি? বিযুক্তির সমস্যা কি তোমাকে বিব্রত করে না পার্থ? নাকি তুমি নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পাও?
পার্থ-- দার্শনিক সমস্যা নিয়ে অযথা মাথা ঘামাতে আমি রাজি নই। কারণ আমি দার্শনিক নই। আমি সাধারণ মানুষ।
কণ্ঠস্বর-- অস্তিত্বের সংকট বা অন্যভাবে বলতে গেলে--কেন তুমি বেঁচে আছ, এ প্রশ্ন কি একবারও তোমাকে বিব্রত করে না?
পার্থ-- লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পৃথিবীতে মানুষ জন্মাচ্ছে এবং মরে যাচ্ছে, এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আমি হৈ-চৈ করে বেঁচে থাকার পক্ষে মত দেব। বিদিশা, সুনন্দা বা জয়ন্তর মত বিযুক্তির সমস্যা আমাকে বিব্রত করে না।
রাণা-- তুমি কোথায়, কিভাবে, কার সঙ্গে সংযুক্ত পার্থ? তুমি আসলে সত্যকে অস্বীকার করতে চাইছ।
পার্থ-- তোমাদের এ জাতীয় বিরক্তিকর প্রশ্নের কোনো উত্তর দেব না আমি।
কণ্ঠস্বর-- আসলে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই তোমার কাছে পার্থ। বিদিশারা স্পষ্ট করে বলেছে যে ওরা একা হয়ে যাচ্ছে। আর তোমরা পার্থরা মন্দির-মসজিদ-ধর্ম-রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অহেতুক উত্তেজনা সৃষ্টি করে চীৎকার করে সবাইকে জানাতে চাইছ যে তোমরা বেশ আছ--দিব্যি আছ। তোমাদের এই চীৎকার চেঁচামেচি আসলে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তা তোমরা স্বীকার করতে চাইছ না।
রাণা-- এ আমরা কোথায় পৌঁছে যাচ্ছি সুনন্দা? মনে হচ্ছে আমরা কেউ কিছুই আর টানে না আমাদের, কোথাও কোনো আনুগত্য নেই কোনো বিশ্বাসের বন্দর নেই যেখানে নোঙর ফেলে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নেব।
নিপম-- আমরা সবাই এক কণা স্বর্গের সন্ধান করছি যা কোথাও নেই। অযথা বিড়ম্বনা বাড়ানোর কোনো মানে হয় না। যেমন আছি খুশি থাকার চেষ্টা করা উচিত।
জয়ন্ত-- মানুষ এখনও সেই আদিম যাযাবর। কোথায় পাকাপাকি তাঁবু ফেলবে সে জানে না। সম্পর্কের স্থায়ী সেতুবন্ধ রচনার কাজ শুই হয় নি। সাড়া পৃথিবী জুড়েই মানুষের এই কাজ বাকি। ভাঙছে অনেক কিছু। রাষ্ট্রসীমানা বাড়ছে-কমছে। মিলন ও বিচ্ছেদ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলছে। কোথায় থামতে হবে সে জানে না।
সুনন্দা-- এক অনিঃশেষ গিরিখাদের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা। সে কি বিশ্রাম? সে কি বিহবলতা? উৎরাই পেরিয়েছ তুমি চড়াই এর খোঁজে। সামনে নিঃসঙ্গ নৈঃশব্দগুহা - তুমি একা দাঁড়িয়ে আছ অথচ চলার কথা ছিল।
জয়ন্ত-- তোমার দুখানি ক্লান্ত পা থমকে দাঁড়িয়ে শুধু তোমার কোনো মন মানে না - তার অভিলাস..... আকাশকে ছুঁয়ে দেখা।
সুনন্দা-- এই যে বিস্তৃত চরাচর / উদাসীন শূন্যতায় পড়ে আছে শিশিরের অস্ফুট শব্দের প্রতীক্ষায়। এই আদিম প্রাগৈতিহাসিক বনরাজি, ধূপছায়া রোদ্দুর প্রান্তরে অট্টহাস খেলা করে। তোমার অভিলাস সে রোদ্দুরের চাদর জড়াবে শরীরে কুয়াশায় শিশিরের নিঃশব্দ কাাতে কণীস্বান করবে তুমি / তোমার অভিলাস ছিল।
রাণা-- যতদূর চোখ যায় / অবিন্যস্ত ঘরবাড়ী ঘর-গেরস্থালী-ছোটখাটো দুঃখ-সুখ, মান-অভিমান খেলা করে পুরনো সম্পর্কের সাঁকো ভেঙ্গে যায়, অবিরাম বারিপাতে চরাচর ভেসে যায় ভেসে যায়।

সুনন্দা-- কাছে দূরে গ্রামপতনের শব্দ শোনা যায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপেরা জেগে ওঠে। আমাদের চারপাশে হয়তো একদা বসতি ছিল মানুষের। মানুষের ভালোবাসা, মমতা ও সহানুভূতির এই অবিশ্বাসী যুগে বেহুলার বিশ্বাসীলানো ভেলা নেই লক্ষিন্দর মৃত আজ, গাঙুরের স্থির জলে।

কণ্ঠস্বর-- শুধুই গ্রামপতনের শব্দ শোনা যায়। চারিদিকে সব সেতুবন্ধ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচেছ? কোথাও-কোথাও কি নতুন নগর বন্দর গড়ে উঠছে না? এই বেঁচে বর্ত্তে থাকা এও কি তোমাদের ক্লান্ত করে? অনির্দেশ এই যে ভেসে চলেছ--কোথাও পৌঁছবে না বলে?

জয়ন্ত-- আমরা বিভ্রান্ত। আমাদের সামনে কোনো আদর্শ নেই। নেই কোনো আশ্চর্য অশ্বারোহী, যে আমাদের পথ দেখ াবে।

বিদিশা-- আমরা কোথাও পৌঁছব না। কেননা কোথাও কোনো বন্দর নেই বিশ্বাসের।

রাণা-- এই শুধু বেঁচে থাকা একাকী গাছের মত বেঁচে থাকা, এ বাঁচার কোনো মানে নেই।

নিপম-- নৈঃশব্দ এবং একাকীত্ব আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে-- আমি জনতার কোলাহলে তুমুল বাঁচতে চাই।

পার্থ-- আমি ভয় পাব না। জনতায় মিশে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়ে বাঁচতে চাই আমি প্রবলভাবে বাঁচতে চাই।

সুনন্দা-- কোথাও সার্থককাম কেউ নয়। আমাদের শতাব্দীর মানুষের ছোটবড় সফলতা সব মুষ্টিমেয় মানুষের যার যার নিজের জিনিস কোটি মানুষের মাঝে সমীচীন সমতায় বিতরিত হবার তা নয়।

নিপম-- এইখানে মর্মে .... রয়ে গেছে মানুষের রীতির ভিতরে রীতির বিধানদাতা মানুষের শোকাবহ দোষে প্রকৃতি আ বিল কিছু; তবু মানুষের প্রয়োজনমত তাতে নির্মলতা আছে।

রাণা-- আরো কিছু আছে তাতে, যেন মানুষের সব রকম প্রার্থনা মিটিয়ে বা না মিটিয়ে প্রকৃতি ঘাসের শীর্ষে একফোঁটা নিঃশব্দ শিশিরে নিঃশব্দ শিশিরকণা-- সব মূল্যবিনাশের তীরে।

সুনন্দা-- এসো, এখনও সময় আছে। পরস্পরের হাত ধরো সবাই। এসো পরস্পরকে একটু ছুঁতে চেষ্টা করি। যদি বুকের ভিতরটা শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে তাকে ভরিয়ে দাও ভালোবাসায়, মমতায় সহানুভূতিতে। এসো আমরা ভালোবাস ার উৎসব করি।

স্তুবিপর্যস্ত সংলাপ শু হবার আগে ‘এ পরবাসে রবে কে?’ গানটির চারটি কলি খালি গলায় গাওয়া হবে। তারপর কথা বলাবলি শু। নাটকীয়তার কোনো প্রয়োজন নেই । যে যার নিজস্ব উচচারণে কথা বলবে-- কথাগুলো যেন মুখস্থ বলার মত না হয়। তাতে যেন প্রাণের স্পর্শ থাকে। উচচারণ যেন আন্তরিক হয়-ভঙ্গিসর্বস্ব নয়।

শেষ দিকে যেখানে কবিতার ভাষা উচচারিত হচেছ-সেইসময় থেকে Background musicশুধু বাঁশির সুর